দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUL 2005
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

এসএসসি ও দাখিলে বেশী ফেল অংক ও ইংরেজীতে

॥ সাহাবুল হক ॥

অংক এবং ইংরেজীতেই ছাত্র-ছাত্রীদের বেশি ভয়। আর এ কারণেই এ দু' বিষয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা সবচেয়ে বেশি ফেল করে। অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা এ দু'টি বিষয় তুলনামূলক কঠিন হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা অংক এবং ইংরেজীতে খারাপ ফলাফল করে। আবার দেশের অসংখ্য স্কুলে দীর্ঘদিন যাবৎ ইংরেজীর শিক্ষক না থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা এ বিষয়টিতে দুর্বলই থেকে যায়। অংকেতেও শিক্ষক সমস্যা প্রকট। এ বছর এসএসসি এবং দাখিল (২য় পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

এসএসসি ও দাখিলে

(প্রথম পৃঃ পর)

পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রীই অংক এবং ইংরেজীতে ফেল করেছে।

২০০৫ সালে ৮টি শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে এসএসসি এবং দাখিল পরীক্ষায় মোট অংশ নিয়েছিল ৯ লাখ ৮ হাজার ২০৬ জন। তন্মধ্যে ফেল করে ৪ লাখ ১৫ হাজার ৯৩২ জন। অর্থাৎ প্রায় ৪৬ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীই পরীক্ষায় পাস করতে পারেনি। আবার সারাদেশের ৪০৯টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে একজন পরীক্ষার্থীও পাস করতে পারেনি।

গত শনিবার এসএসসি, দাখিল এবং ভোকেশনাল পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের পর ছাত্র-ছাত্রীদের ফেলের হার বেশি হওয়ায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের টনক নড়ে। প্রাথমিকভাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত হয় অংক এবং ইংরেজীতেই অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছে। ফলাফল প্রকাশের দিনই শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের সবগুলো শিক্ষা বোর্ডের নিকট বিভাগওয়ারী ফেলের খতিয়ান চায়। গতকাল বুধবার বোর্ডগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিকট পরিপূর্ণ খতিয়ান পাঠায়। খতিয়ান অনুযায়ী অংক এবং ইংরেজীতে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী ফেল করেছে, যা সংখ্যার দিক দিয়ে সাড়ে তিন লাখের উপরে। এক্ষেত্রে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। এখানে ইংরেজী দু' বিষয়ে ফেল করেছে ৪৮ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এবং গণিতে ৩১ শতাংশ। অর্থাৎ এই বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ৫২ হাজার ৩১৬ জন। এর মধ্যে ইংরেজীতে ফেল করেছে ২৫ হাজার ১১১ জন। সিলেট শিক্ষা বোর্ডে ইংরেজীতে ফেল করেছে ৩৭ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী এবং গণিতে ৩২ শতাংশ। চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডে ইংরেজীতে ৩০ শতাংশ এবং গণিতে ১৭ শতাংশ, যশোর বোর্ডে ইংরেজীতে ১৮ শতাংশ এবং গণিতে ২২ শতাংশ, কুমিল্লা বোর্ডে ইংরেজীতে ৩১ শতাংশ এবং গণিতে ২৪ শতাংশ, রাজশাহী বোর্ডে ইংরেজীতে ৪৭ শতাংশ এবং গণিতে ৪৪ শতাংশ এবং ঢাকা বোর্ডে ইংরেজীতে সাড়ে ৩৩ শতাংশ এবং গণিতে ২৯ শতাংশ ফেল করেছে। মাদ্রাসা বোর্ডে ইংরেজীতে ২৫ শতাংশ এবং গণিতে ৩২ শতাংশ ফেল করেছে। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ইংরেজী এবং অংকে অধিকহারে ফেল করার পিছনে রয়েছে অধিকাংশ স্কুলের দক্ষ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব, অনেক স্কুলে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই, ইংরেজী পড়ানোর অদক্ষ শিক্ষকের বহুতা এবং ২০০১ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ে কমিউনিকেটিভ ইংরেজী চালু এবং গণিতে কারিকুলাম পরিবর্তন হওয়ায় ফলে শিক্ষকরা ঐ ধরনের প্রশিক্ষণ পায়নি। অধিকহারে গণিত এবং ইংরেজীতে ফেল করার বিষয়ে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহসানুল হক মিলন এ দু' বিষয়ে প্রশিক্ষিত শিক্ষকের অভাব উল্লেখ করে বলেছেন, গত ৩৫ বছর ধরে পাবলিক পরীক্ষায় নকল করে পাস করা অনেকেই মফস্বল এলাকার অনেক স্কুলে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগ পেয়েছে। তাদের অনেকেই ইংরেজী এবং অংক পড়ায়। ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।